দ্বিবিধ প্রামাণ্য

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি — এই প্রমাণগুলির প্রামাণ্য দুইপ্রকার — ব্যবহারিকতত্ত্বাবেদকত্ব ও পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্ব। এর মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপবোধক-প্রমাণভিন্ন সমস্ত প্রমাণই ব্যবহারিকতত্ত্বাবেদক অর্থাৎ তার দ্বারা ব্যবহারকালে অবাধিত নিশ্চিতবস্তুর যথার্থজ্ঞান হয় যেহেতু ঐ প্রমাণের বিষয় ঘটাদি সমস্ত বস্তুই ব্যবহারকালে অবাধিত।

যে সকল প্রমাণ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদক, যেমন 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' (অর্থাৎ 'হে সৌম্য! সদা বর্তমান (ব্রহ্ম) অগ্রে বিদ্যমান ছিলেন।') এই বাক্য থেকে আরম্ভ করে 'তত্ত্বমসি' ('সেই-ই তুমি') এই বাক্য পর্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-

Scanned with CamScanner

প্রতিপাদক বচনগুলির দ্বিতীয় প্রকার প্রামাণ্য অর্থাৎ পারমার্থিকতত্ত্বাবেদকত্ব যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের অভেদ পারমার্থিক অর্থাৎ তিনকালেই বাধাহীন বা অবাধিত। এই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান 'তৎ পদার্থ' ও 'ত্বম্' পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত হতে পারে না।

তন্মাত্র

ঈশ্বর জীবকৃত ধর্মাধর্ম অনুসারে প্রথমে কর্মের অধিষ্ঠাতা হয়ে জীবসমূহের কর্মফল ভোগের জন্য অবিদ্যার সহায়ে প্রথমে বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করতে সংকল্প করেন। ঈশ্বরের এই সংকল্পের পর অবিদ্যা থেকে শব্দতন্মাত্রাদি পদবাচ্য অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ অন্যভূতের দ্বারা অসংমিশ্রিত শুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটি ভূত ক্রমে

ক্রমে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথমে আকাশ, পরে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে অপঞ্চীকৃত আকাশের গুণ শব্দ শব্দতন্মাত্র, জলের গুণ শব্দ রসতন্মাত্র; পৃথিবীর গুণ শব্দ গন্ধতন্মাত্র, বায়ুর গুণ শব্দ স্পর্শতন্মাত্র, অগ্নির গুণ শব্দ রূপতন্মাত্র। শব্দবিশেষ উদাত্তাদি, স্পর্শবিশেষ কোমল কঠিনাদি, রূপবিশেষ শুক্ল-কৃষ্ণাদি, রসবিশেষ মধুরাদি এবং গন্ধবিশেষ সুগন্ধাদি যথাক্রমে অপঞ্চীকৃত আকাশাদিতে থাকে না। এইজন্য এইগুলিকে তন্মাত্র বলা হয়। এই আকাশাদিতে শব্দাদি গুণের সামান্যমাত্র আছে, বিশেষ নেই। এজন্য এগুলি অবিশেষ বলেও কথিত হয়। অবিশেষ হওয়ায় অন্য এগুলি (তন্মাত্র)

Scanned with CamScanner

স্বতঃসাক্ষাৎযোগ্য নয়। এই-জন্য এরূপ-পুরুষার্থকে-না মেনেও-প্রসিদ্ধ।

আকাশের গুণ — শব্দ

বায়ুর গুণ — শব্দ, স্পর্শ

অগ্নির গুণ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ

জলের গুণ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস

পৃথিবীর গুণ — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

মোক্ষ কেন পরম পুরুষার্থ?

'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থে-শ্রী-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র "ইহ খলু-ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষা-খ্যেষু চতুর্বিধ-পুরুষার্থেষু-মোক্ষ-এব-পরম পুরুষার্থঃ; "ন চ-পুনরাবর্ততে-" ইত্যাদি-শ্রুত্যা তস্য নিত্যত্বাবগমাৎ।' ইত্যাদি বিবৃতি-দ্বারা অন্যতম পুরুষার্থ-মোক্ষের-

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন। পুরুষ-
যার দ্বারা প্রযত্নবান হয়ে চেষ্টা
করে, তা-ই পুরুষার্থ। যদিও এই
পুরুষার্থ দুই প্রকার - মুখ্য ও গৌণ।
সুখ ও দুঃখাভাব — এই দুইটি
মুখ্য পুরুষার্থ। যা সুখের বা
দুঃখাভাবের উপায় বা হেতু, তা
গৌণ পুরুষার্থ। তথাপি ধর্ম, অর্থ,
কাম ও মোক্ষে পূর্বোক্ত পুরুষার্থের
লক্ষণ আছে বলে এরাও পুরুষার্থ।
তাই ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতে
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ
বলে উক্ত হয়েছে এবং এই লোকেও
(জগতেও) এগুলি পুরুষার্থ বলে
প্রসিদ্ধ। অন্যান্য পুরুষার্থ থেকে

মোক্ষরূপ পুরুষার্থের উৎকর্ষতা ব্যাখ্যার জন্যই গ্রন্থকার এখানে সুখ ও দুঃখাত্মক পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ না করে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ রূপে গ্রহণ করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন - <u>ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধ পুরুষার্থেষু</u>।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চার প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে <u>ধর্ম</u> হচ্ছে বলবৎ অনিষ্টের অজনক অথচ ইষ্ট বা অভীপ্সিত ফলের জনক বেদ বিহিত যাগ, দান, হোম ইত্যাদি। ইষ্টের উৎপত্তিতে যে দুঃখ বা অনিষ্ট অবর্জনীয়রূপে

উৎপন্ন হয়, যে দুঃখ না হলে ইষ্টই-
উৎপন্ন হয় না, তা অনিষ্ট হলেও
বস্তুত অনিষ্ট নয়। তা থেকে
অহিত দুঃখই বস্তুত অনিষ্ট।

<u>অর্থ</u> হল লোক প্রসিদ্ধ

দ্রব্য-সম্পত্তি।

<u>ধর্ম</u> ও <u>অর্থ</u> সুখের হেতু বলে
গৌণ পুরুষার্থ।

<u>কাম</u>- বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের
সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন সুখবিশেষ
হল কাম।

<u>মোক্ষ</u> হল অবিদ্যা-নিবৃত্তি-
স্বরূপ-আনন্দময় ব্রহ্ম। এই-দুটি
(অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও আনন্দময় ব্রহ্ম)
সুখ-স্বরূপ-বলে মুখ্য পুরুষার্থ।
উপরোক্ত পুরুষার্থগুলির মধ্যে

মোক্ষ - পরম পুরুষার্থ। অন্য-
-সে কোনো পুরুষার্থ - পরম পুরুষার্থ
নয়। ~~মোক্ষেতে অন্য পুরুষার্থগুলির ঐকান্তিক~~
~~নিবৃত্তি; আর (এ কারণে) আত্যন্তিক বলে প্রমাণ~~
মোক্ষ কেন পরম পুরুষার্থ?
এর - উত্তরে - "ন চ - পুনরাবর্ততে"
শ্রুতি - প্রমাণ দ্বারা - এর - ইঙ্গিত
হেতু যে কারণ বলেছেন।
"ন চ - পুনরাবর্ততে" ইত্যাদি-
শ্রুতি - দ্বারা - মোক্ষের - নিত্যত্ব
অনুমিত হয়। নিত্য বলেই -
মোক্ষ - পরম পুরুষার্থ। মোক্ষের
ন্যায় - অন্যান্য পুরুষার্থ - যদি -
নিত্য - হয়; তবে - মোক্ষ - শ্রেষ্ঠ -
হবে কেন? এজন্যই - অন্যান্য -
তিনটি - পুরুষার্থের - অনিত্যত্ব -
প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন -

ইতরেষাং প্রয়াণান্ত। অন্য তিনটি পুরুষার্থ কিন্তু অনিত্য। প্রত্যক্ষের দ্বারা কর্মফলাদির অনিত্যত্ব বোধ হলেও শ্রেয়ঃ সাধনত্ব বিশিষ্ট রূপে যাগাদি কর্ম অতীন্দ্রিয় বলে তার দ্বারা তার অনিত্যত্বের জ্ঞান হয় না। কিন্তু "তদ্ যথেহ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উহার অনিত্যত্বের জ্ঞান হয়। যার উৎপত্তি আছে, সেই বিনাশী, এই যুক্তি দ্বারাও উহার অনিত্যত্বের জ্ঞান হয়। অর্থ ও কামের অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা বোধ হয়। যদিও দুই শ্রুতি ধর্ম-ফলের নাশ প্রতিপাদন করে, উহার

নাশ প্রতিপাদন করে না, তথাপি
ধর্মের নাশ ব্যতীত ধর্ম-ফলের
নাশ সম্ভব নয় বলে ধর্মের
নাশও (অর্থাৎ) প্রতিপাদন
করে। ~~[illegible]~~ প্রত্যক্ষ এই
শ্রুতি সাক্ষাৎ ধর্মের নাশ
প্রতিপাদন না করলেও
“ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ~~[illegible]~~
তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” এই
শ্রুতি দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবেই
ধর্মের ~~[illegible]~~ অনিত্যত্বের
জ্ঞান হয়। অনিত্য বলেই
ধর্ম, অর্থ, কাম এই তিনটি
পরম পুরুষার্থ নয়।

সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ
ব্রহ্মজ্ঞান থেকে হয়। অর্থাৎ

Scanned with CamScanner

মোক্ষ - ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্রহ্ম সর্বদাই নিত্য। মোক্ষও নিত্য। এই সমস্ত কারণে মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়।

Scanned with CamScanner